International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-VI, November 2024, Page No.26-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i6.003

স্বাধীন ইচ্ছা : একটি দার্শনিক পর্যালোচনা

কৈলাশ মাহাত
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজের শিক্ষক, দর্শন বিভাগ, মহেশতলা কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 13.11.2024; Accepted: 20.11.2024; Available online: 30.11.2024
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract:

Does free will exist? This question spans from Philosophy to Psychology, Neuroscience and Religion. The ability to freely choose any one among various possible events is what defines free will. We feel that we have free will that we can make decisions according to our desires and act upon those decisions. However, a deeper exploration into the concept of free will reveals the absence of true freedom of will. Scientific experiments suggest evidence that free will may not actually exist. There are some neuroscientists who claim that our decisions are made subconsciously and therefore are beyond our control. As a result, there is no place for free will. Benjamin Libet, an American neuroscientist, demonstrated in 1980 that brain activity begins before we make a decision. Therefore, the outcome of brain activity is our decision-making. This phenomenon has been proven through testing with EEG machines. This scientific conclusion raises many doubts in our minds. In philosophical thought, free will is closely tied to moral responsibility. If everything were automatic and predetermined, then why do we praise moral actions and condemn immoral ones? If one cannot decide freely, then why should we praise or blame their actions? Without acknowledging free will, how would we explain creativity? Denying free will could also challenge the justice system, potentially encouraging many people toward social discord, which would oppose human welfare.

Keywords: Free will, determinism, Benjamin Libet, Neuroscience, Compatibilism.

এই প্রবন্ধে যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো তাহল আমদের কি আদৌ কোন 'স্বাধীন ইচ্ছা' আছে? এই প্রশ্ন নতুন নয়, এটি অনেক পুরানো প্রশ্ন। এই বিষয়টি নির্বাচন করার কারণ হল বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে এই প্রশ্ন উঠেছে যে, আমদের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? অনেক সময় এই প্রশ্নটি ভিন্নভাবে উত্থাপিত হয়েছে। যেমন – যদি সবকিছুই ঈশ্বরের ইচ্ছার দ্বারা নির্ধারিত হয় তাহলে আমি যা খুসি করতে পারি – খারাপ কিছু যদি করেও থাকি তাহলে আমি কেনই বা শাস্তি পাবো? কেননা ঈশ্বরের দ্বারাই তো আমি পরিচালিত হয়েছি। আসলে এখানেও প্রশ্নটি হল স্বাধীন ইচ্ছা সংক্রান্ত। এটি একটি দার্শনিক প্রশ্ন বলে মনে

হয়। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে আলোচনা করতে গেলে দেখা যাবে বিভিন্ন সময় এই প্রশ্ন উঠেছে যে, স্বাধীন ইচ্ছা কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণও তার উত্তর দিয়েছেন। স্বাধীন ইচ্ছার অস্তিত্ব নিয়ে যে বিতর্ক হয়েছে গিরিশ ঘোষ এবং ডঃ মহেন্দ্রনাথ সরকারের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাতে অংশগ্রহণ করেছেন।` এটি একটি আকর্ষণীয় এবং চলমান বিষয়। এমনকি আজকের দিনেও এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আজকের দিনে এসেও এই বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। স্বাধীন ইচ্ছা প্রসঙ্গে বিজ্ঞান তথা স্নায়ুবিজ্ঞানও আগ্রহী।

যাইহোক এখন আমরা দেখবো স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু যুক্তি – আমরা অনুভব করি যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। আমার স্বাধীন ইচ্ছার যে অনুভব তাকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না। আমি আমার হাতটি তুলবো অথবা তুলবো না – এই সিদ্ধান্ত আমি স্বাধীনভাবেই নিতে পারি। এই হাত তোলার ঘটনাটিকে পরীক্ষা করে দেখা যাক, হাত তোলা নামক ঘটনাটি আমি স্বাধীনভাবে করি অথবা করি না। এই ছোট কাজটিও কিন্তু স্বাধীন নয়। তাহলে স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যুক্তি কি?

আধিবিদ্যক যুক্তি (Metaphysical Argument): এটি একেবারে সরাসরি ও শক্তিশালী যুক্তি। এই যুক্তিকে পরিণামবাদী বা নিয়ন্ত্রণবাদী যুক্তিও (Deterministic Argument) বলা যায়। মানুষের প্রতিটি কাজ-ই সময়ের একটি ঘটনামাত্র। কালের মধ্যে অবস্থিত সমস্ত ঘটনার কারণ আছে। সমস্ত কিছুই কার্য-কারণ সম্পর্কের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কারণ যদি থাকে তাহলে কার্য উৎপন্ন হবেই। এর অন্যথা হয় না। নিয়ন্ত্রণবাদীরা বলেন – তুমি মনে করছ যে স্বাধীনভাবে হাতটা তুলছ। কিন্তু হাত তোলারও কারণ আছে, হয়তো তুমি তা জানো না। তুমি যে কার্যই করো না কেন সেটা নির্ধারিত – সেটি নির্ধারিত কোনো একটি কারণের দ্বারা।

ধর্মীয় যুক্তি (Religious Argument): এটি একটি আস্তিক যুক্তি। যুক্তিটি এই রকম – পরবর্তী মুহূর্তে আমি কি করব সেটা যদি কেউ না জানে, এমনকি আমিও যদি না জানি – তাহলে সেটা স্বাধীন ইচ্ছা। কিন্তু ঈশ্বর তো সর্বজ্ঞ। প্রায় সব ধর্মেই বলা হয় ঈশ্বর সব কিছু জানেন। যদি ঈশ্বর সব জানেন তাহলে আমি পরমুহূর্তে কি সিধান্ত নেবো সেটা ঈশ্বর আগের থেকেই জানেন। আমি হাতটি উপরে তুলবো কি না – তা ঈশ্বর জানেন। যদি তাই হয় তাহলে আমার সিধান্ত স্বাধীন না। আগের থেকেই ঈশ্বর জানেন যে, আমি এই কাজটি করবো অথবা করবো না। তাহলে কোন অর্থে এখানে স্বাধীন ইচ্ছা থাকছে ? আমি জানি না, কিন্তু ঈশ্বর তো আগের থকেই জানেন। আমি কি সিধান্ত নেবো সেটা যদি আগের থেকেই কেউ জেনে থাকে তাহলে সেটাকে আর স্বাধীন ইচ্ছা বলা যায় না।

কার্য-কারণ নিয়ম (Law of Karma): হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন শিখ প্রায় সব ধর্মই কার্যকারণ নিয়ম স্বীকার করেছেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনেকেই অস্বীকার করলেও কার্যকারণ নিয়ম প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন। কার্যকারণ নিয়ম বলতে বোঝায়, আমাদের পূর্ব কর্মের ফল হল বর্তমান অবস্থা বা কার্য। আমরা যখন কোন সিদ্ধান্ত নি তখন আমাদের মনে হয় যে, স্বাধীনভাবে আমি সিদ্ধান্তটি নিচ্ছি। আপনি যে এই প্রবন্ধটি পড়ছেন আপনার মনে হতে পারে যে, এটা স্বাধীনভাবে আপনি পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু সিদ্ধান্তটি একটি মানসিক ঘটনা। যে মানসিক ঘটনার কারণ পূর্ব কর্ম – এই জীবনের অথবা পূর্ব জীবনের এবং এটি কঠোরভাবে নির্ধারিত। যে চিন্তা আমার মাথায় বা মনে এসেছে সেই অনুসারে আমি কাজ করেছি – তাহলে কীভাবে আমার ইচ্ছা স্বাধীন? সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছা নেই।

ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি: আমি আগামীকাল কলেজে যাবো। এই ধরণের ভবিষ্যৎ সংক্রান্ত বাক্য হয় সত্য না হয় মিথ্যা। আগামীকাল যদি আমি কলেজে যাই তাহলে বাক্যটি সত্য হবে। আর যদি না যায় তাহলে বাক্যটি মিথ্যা হবে। বাক্যটি সত্য অথবা মিথ্যা - দুটোর মধ্যে একটা হবেই। এখন যেহেতু ঘটনাটি ঘটেনি তাই আমি বলতে পারছি না। আগামীকাল সেটা বলতে পারব। কিন্তু বাক্যটি আগের থেকেই সত্য অথবা মিথ্যা। সুতরাং আগের থেকেই যদি বাক্যটি সত্য অথবা মিথ্যা – এটা নির্ধারিত থাকে তাহলে এক্ষেত্রে স্বাধীনতা থাকে না। সত্য অথবা মিথ্যা প্রত্যেকটি বাক্যের মধ্যেই আছে, শুধু আমরা তা জানি না। ভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এবং সত্য মূল্যের নিরিখে – এক্ষেত্রে কোনরকম স্বাধীনতা নেই।

বেঞ্জামিন লিবেট আমেরিকার স্নায়ুবিজ্ঞানী ১৯৮০ সালে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগেই মস্তিস্কে কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। সুতরাং আমাদের মস্তিষ্কের কার্যকলাপের উপজাত (Byproduct) হল আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়া। এটি E.E.G মেশিনের দ্বারা পরীক্ষা করে প্রমাণিত ঘটনা। মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নেয় যে, হাতটি তুলবো অথবা তুলবো না। E.E.G মেশিনে দেখা যাচ্ছে যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বেই মস্তিষ্কের কার্য-কলাপ শুরু হয়ে যাচ্ছে। পরে এটি আরও উন্নতমানের M.R.I মেশিন দ্বারা পরীক্ষা করা হয়েছে। একটা বি বি সি এর তথ্য চিত্রতে দেখা যাচ্ছে একজন মানুষ এম আর আই মেশিনের ওপর শুয়ে আছে। তাকে দুটো বোতাম দেওয়া হয়েছে - লাল এবং নীল। ওই ব্যাক্তি নিজে সিদ্ধান্ত নেবে সে কোন বোতামটিতে চাপ দেবে। সিদ্ধান্ত নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই ব্যাক্তি নির্দিষ্ট বোতামে চাপ দেবে। কিন্তু ব্যাক্তিটি বোতাম চাপ দেওয়ার আগের থেকেই মেশিনে দেখা যাচ্ছে যে, তার মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট কিছু অংশের কার্যকলাপ শুরু হয়ে গেছে। মেডিক্যাল টেকনিশিয়ান, গবেষকরা মস্তিষ্কের ওই স্ক্যান করা কার্যকলাপ দেখে তাঁরা অনুমান করে বলে দিতে পারছে যে, ওই ব্যাক্তিটি এখন নীল বোতামে চাপ দেবে নাকি লাল বোতামে চাপ দেবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একজন সচেতন মানুষ যখন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে তার আগেই মস্তিষ্কের কার্যকলাপ শুরু হচ্ছে। সুতরাং বলতে হয় যে, আমার দ্বারা নেওয়া সিদ্ধান্ত হল মস্তিষ্কের কার্যকলাপের বাই প্রোডাক্ট। আমার সিদ্ধান্তের পূর্বেই মস্তিষ্কের স্নায়ু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়।

ঘোড়ায় চড়ে একজন ব্যক্তি গ্রামের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। একজন গ্রামের মানুষ ঘোড়ায় চড়া মানুষটিকে জিজ্ঞেস করলেন – মহাশয় আপনি কোথায় যাচ্ছেন? ঘোড়ায় বসে থাকা ব্যক্তিটি বললেন আমি জানি না, ঘোড়াটিকে জিজ্ঞেস কর। বেঞ্জামিন লিবেট বলছেন আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরকম। আমরা মনে করি যে ঘোড়ার (ইচ্ছার) দিক নির্ণয় আমরা করি কিন্তু ঘোড়া (ইচ্ছা) তার নিজের পথে যায়।

আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানও বলে স্বধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই। স্বাধীন ইচ্ছার ভ্রম আছে। তুমি অনুভব কর যে, তোমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। কিন্তু শরীর বা মস্তিষ্ক আগের থেকে সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে, তুমি সিদ্ধান্ত নিচ্ছ না। যদিও এই পরীক্ষা প্রশ্নাতীত নয়।

বেঞ্জামিন লিবেট বলেছেন যে, আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বেই মস্তিষ্কের স্নায়ু সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। এখানে প্রশ্ন হল মস্তিষ্কটা তো আমারই, তাহলে অসুবিধা কোথায়? মস্তিষ্ক যদি আমার হয় সিদ্ধান্তও আমার। বেঞ্জামিন লিবেট ব্যক্তি ও ব্যক্তির মস্তিষ্ককে আলাদা করে দেখেছেন। তাই এই দার্শনিক সমস্যার উদ্ভব হয়েছে বলেই আমার ধারণা। মস্তিষ্ক কি সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক, চেতন সত্ত্বার কোন ভূমিকাই কি নেই? – যে কারণে মস্তিষ্কের কার্যকলাপের ফলকে আমার সিদ্ধান্ত বলা যাচ্ছে না।

বস্তুতপক্ষে এটাও হতে পারে যে, আগে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তারপর তার ফল হিসেবে মস্তিষ্কে কার্যকলাপ শুরু হয়, তারপর সিদ্ধান্ত অনুসারে লাল বা নীল বোতাম প্রেস করা হয়। বাহ্যিক দিক থেকে আমরা লাল বোতাম বা নীল বোতাম চাপ দেওয়াকেই সিদ্ধান্ত মনে করছি। আবার স্নায়ুবিজ্ঞান অনুসারে, বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে লাল বোতাম বা নীল বোতাম চাপ দেওয়ার আগেই মস্তিষ্কের কার্যকলাপ দেখতে পাচ্ছি, তখন সেখান থেকেই সিদ্ধান্ত আসছে বলে মনে করছি। আমার মনে হয় এর আগে আরও একটি স্তর আছে যাকে হয়তো আমরা দেখতে পাচ্ছি না। কারণ মস্তিষ্কের যে কার্যকলাপের কথা বেঞ্জামিন লিবেট বলছেন তা এমনি এমনি শুরু হয়ে যায় না বা শুরু হতে পারে না। তারও কারণ আছে। তা নাহলে ওই নির্দিষ্ট সময়ে ওই নির্দিষ্ট কার্যকলাপই কেন লিবেট এর যন্ত্রে ধরা দেবে, অন্য কিছু কার্যকলাপও তো হতে পারত।

ভগবত গীতায় একটা বিষয় বার বার বলা হয়েছে – সমস্ত সিদ্ধান্ত নেয় প্রকৃতি। জীব বোকার মতো মনে করে যে, আমি কর্তা।

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ।। ৩/২৭

(সত্ত্ব, রজ ও তম – প্রকৃতির এই গুণত্রয়ের দ্বারাই জগতের সমস্ত কর্ম সর্বতোভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। কিন্তু অহঙ্কারে বিমূঢ় ব্যক্তি মনে করে, 'আমিই কর্তা অর্থাৎ আমিই সমস্ত কর্ম করিতেছি।)

প্রকৃতৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ।। ১৩/২৯

(প্রকৃতি দ্বারাই সমস্ত কর্ম সর্বতোভাবে সম্পন্ন হচ্ছে। পক্ষান্তরে আত্মা কোনও কর্ম করেন না, আত্মা অকর্তা, উদাসীন – এই তত্ত্ব যিনি জানতে পেরেছেন, তিনিই যথার্থদর্শী।)

নান্যং গুনেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুনেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি ।। ১৪/১৯

(যখন কোন তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি বুঝিতে পারেন যে তাঁহার সমস্ত কর্মই সত্ত্বাদি গুণদ্বারা চালিত হয়ে সম্পাদিত হচ্ছে, কিন্তু তাঁহার আত্মা নির্লিপ্ত এবং যখন তিনি গুনাতীত পরমত্মাকে জানিতে পারেন, তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন।)

প্রকৃতিই সমস্ত কাজ করছে। এই কথা বেঞ্জামিন লিবেটও বলছেন। উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা বলা যায় যে, স্বাধীন ইচ্ছা নেই, কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করলে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অসঙ্গতি ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেয়। স্বাধীন ইচ্ছার স্বপক্ষেও অনেক যুক্তি পাওয়া যায়, সেই আলোচনা এই প্রবন্ধে করা হল।

১) স্বাধীন ইচ্ছার সপক্ষে যুক্তি: আমি অনুভব করছি যে আমার স্বাধীন ইচ্ছা আছে। এটি সাধারণ যুক্তি মনে হলেও এটি খুবই শক্তিশালী যুক্তি। আমরা সৃষ্টি বা সৃজনশীলতার (Creativity) মধ্যেই স্বাধীনতা অনুভব করি। আমার চিন্তার দিক আমার ইচ্ছা অনুসারে নির্নিত হয়। কবি যখন কবিতা লেখেন, লেখক যখন বই লেখেন, গল্প লেখেন তখন তিনি স্বাধীনতা অনুভব করেন। স্বাধীন ইচ্ছা আছে বলেই লেখক গল্প লেখার সময়

তার ইচ্ছা অনুযায়ী গল্পের দিক নির্নয় করতে পারেন। সৃজনশীল স্বাধীনতার অনুভব শিল্পীর হয়। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

কেউ যদি বলে আমি ব্যাথা অনুভব করছি, তাহলে যে ব্যক্তি অনুভব করছে তার কথা মেনে নেওয়া হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বাধীন ইচ্ছার অনুভব করছে তার কথা স্বীকার করতে আমাদের অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। আমার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বলার জন্য আমিই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি।

কেউ যদি জোর করে বা বলপূর্বক আমার হাত তুলে দেয়, আর যখন আমি স্বইচ্ছায় হাত তুলি – এই দুটো ঘটনার মধ্যে পার্থক্য আমি সহজেই করতে পারি। এতেই প্রমাণিত হয় যে স্বাধীন ইচ্ছা আছে।

২) নৈতিক মূল্যায়ন (Ethical appraisal): মহাত্মা গান্ধী অহিংসবাদী আর হিটলার স্বহিংসবাদী। আমরা মহাত্মা গান্ধীর প্রসংসা করি, কিন্তু হিটলারকে নিন্দা করি। এখন যদি বলি যে, সবকিছুই পূর্বনির্ধারিত, তাহলে মহাত্মা গান্ধীকে প্রশংসা করার কোন অর্থ হয় না। অন্যদিকে হিটলারকে নিন্দা করাও অর্থহীন। সবকিছুই যদি স্বয়ংক্রিয় (Automatically) এবং পূর্বনির্ধারিত হয় তাহলে কেন আমরা নৈতিক কাজের প্রশংসা করি এবং অনৈতিক কাজের নিন্দা করি। যদি কেউ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্তই না নিতে পারে তাহলে সেই কাজের কেনই বা প্রশংসা করবো আবার কেনই বা নিন্দা করবো।

স্বাধীন ইচ্ছা যদি না থাকে তাহলে অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া যাবে না, বলে রাখা ভালো অপরাধী বলেই কাউকে চিহ্নিত করা যাবে না। কেননা ওই ব্যাক্তি তার স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারে অপরাধ করেনি। তাই স্বাধীন ইচ্ছা স্বীকার না করলে 'আইন', 'নৈতিকতা' এগুলি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাবে। 'পুরস্কার', 'তিরস্কার' কথাগুলো অর্থহীন হয়ে যাবে, যদি না স্বাধীন ইচ্ছা থাকে।

৩) স্বাধীন ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন যুক্তি দেওয়া হয় তখন আসলে স্বাধীন ইচ্ছাকেই স্বীকার করা নেওয়া হয়। স্বাধীন ইচ্ছা না থাকলে স্বাধীন ইচ্ছার বিরোধিতা করা যেত না। স্বাধীন ইচ্ছাকে অস্বীকার করতে গিয়ে স্বাধীন ইচ্ছাকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়।

অন্য আর একপক্ষ বলেন, স্বাধীন ইচ্ছা এবং নির্ণয়বাদ একসঙ্গেও থাকতে পারে। এই দুটো মতবাদ একে অপরের বিরোধী নয়। এই কথা শুনে স্বাভাবিকভাবেই আমাদের মনে প্রশ্ন হবে যে, এটা কীভাবে সম্ভব। উদাহরণ – ১) একজন ব্যক্তি যখন হাত তুলেন তখন সে স্বাধীন ইচ্ছা অনুসারেই হাত তুলতে সক্ষম হন। এক্ষত্রে যদি ব্যক্তিটি প্রক্ষাঘাতগ্রস্ত হয় তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা থাকলেও হাতটি তুলতে পারবে না। একজন ব্যক্তি তখনই হাত তুলতে সক্ষম হয় যখন আমার মস্তিষ্ক সংকেত পাঠায় নার্ভের মধ্য দিয়ে এবং নার্ভ মাংসপেশির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে, ঠিক তারপরই হাতটি উঠে। এই পুরো ঘটনাটাই নির্ণীত বা Deterministic এবং সম্পূর্ণরূপে যান্ত্রিক। সুতরাং পূর্ব নির্ণীত ঘটনা পরম্পরাই আমাকে হাতটি তুলতে সক্ষম করছে। যদি এই পূর্বনির্ধারিত ঘটনা পরম্পরা ব্যর্থ হয় তাহলে স্বাধীন ইচ্ছা থাকলেও হাতটি তুলতে সক্ষম হবে না। তাই নির্নয়বাদ বা পরিণামবাদ স্বীকার না করলে স্বাধীন ইচ্ছার অনুশীলন সম্ভব নয়। সুতরাং স্বাধীন ইচ্ছা এবং নির্নয়বাদ বা পরিণামবাদ স্ববিরোধী নয়। আর একটি উদাহরণ হল – গণিতজ্ঞ যখন অঙ্ক করেন তখন অঙ্কের নিয়ম অনুসরণ করেই অঙ্ক করেন। নিয়ম মেনে অঙ্ক করা – এটা কি স্বাধীন ইচ্ছার অভাব নাকি এটাই স্বাধীনতা? নিয়ম মেনে অঙ্ক করাটাই স্বাধীনতা। নিয়ম বা সুত্র অনুসরণ করে অঙ্ক করলেই প্রকৃত বা সঠিক

অঙ্কটি করা যাবে। তাহলে সুত্র বা নিয়ম আসলে আমাকে অঙ্ক করতেই সাহায্য করছে। আমার স্বাধীনতায় বাধা দিচ্ছে না। কার্যকারণ বা যেকোনো নিয়মের সাহায্যেই আমরা স্বাধীনতাকে অনুশীলন করি। নিয়ম বা সুত্র না থাকলেই অঙ্কের অস্তিত্বই থাকবে না। যা ইচ্ছে তা করা বা বিশৃঙ্খলাকে স্বাধীনতা বলা যায় না। বিশৃঙ্খলা আসলে স্বাধীনতার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে ওঠে। Compatibilism বা সামঞ্জস্যবাদ বলে যে, স্বাধীন ইচ্ছা এবং নির্ণয়বাদ একসঙ্গে থাকতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছা প্রসঙ্গে এটাও একটি পক্ষ – তৃতীয় পক্ষ বলা চলে।

শ্রীরামকৃষ্ণ এ প্রসঙ্গে বলেছেন – স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি আমাদের হয়। এই ধারণাটি ঈশ্বরই আমাদের দিয়েছেন। কিন্তু স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতিটা আসলে মিথ্যা। তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। আমি রথ, তুমি রথী। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণের মতে ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা।

ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এবং শ্রী রামকৃষ্ণের মধ্যে আলোচনা – ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার বলে – আমি বলছি না যে ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন। ধরা যাক, একটা গরুকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছে। গরুটি সেই দড়ির দৈর্ঘের মধ্যে মুক্ত বা স্বাধীন। কেননা ওই দৈর্ঘের মধ্যে গরুটি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়িয়ে খেতে পারে, বসতেও পারে। কিন্তু তার নির্দিষ্ট দৈর্ঘের বাইরে জেতে চাইলে টান অনুভব করে। শ্রী রামকৃষ্ণ বলেন – যদু মল্লিকও এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন, এই উদাহারণটি আমি শুনেছি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, যদি একজন মানুষ সত্যি বিশ্বাস করে যে একমাত্র ঈশ্বরই সব কিছু করেন – তাহলে তিনি এমন একজন মানুষ যে জীবনমুক্ত। এ অবস্থায় বলা যায় ঈশ্বরই সর্বময় কর্তা। কিন্তু অজ্ঞানের জন্য মানুষ বলে – কতক আমি করছি, কতক তুমি করছ।

গিরিশ ঘোষ আর মহেন্দ্রলাল সরকারের মধ্যে আলোচনা – গিরিশ ঘোষ মনে করেন যে, সমস্ত কার্যই ঈশ্বর দ্বারা সম্পন্ন হয়। অন্যদিকে ডঃ সরকার বলেন, কিছুটা হলেও আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই সবকিছু নির্ধারিত হয় – শ্রীরামকৃষ্ণের এই বিবৃতি প্রসঙ্গে ডঃ সরকার বলেন – ঈশ্বর কিন্তু আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা দিয়েছেন, আমি ঈশ্বরের চিন্তা করতে পারি, আবার নাও চিন্তা করতে পারি – যেটা আমার পছন্দ। অন্যদিকে, গিরিশ ঘোষ শ্রীরামকৃষ্ণের পক্ষ নিয়ে ডঃ সরকারকে বলছেন, তুমি ঈশ্বরের চিন্তা করছো অথবা তুমি কোন ভাল কাজ করছো – কারণ তুমি এগুলি পছন্দ করো। আসলে তুমি এটা করছো না, তোমার পছন্দ তমাকে এটি করাচ্ছে বা এই কাজ করতে বাধ্য করছে। - এটি হচ্ছে মনস্তাত্বিক নির্ধারণবাদ। যেমন- আমার ইচ্ছা হচ্ছে তাই আমি হাতটি তুলছি। আমি নিজে হাত তোলার সিদ্ধান্তটি নিচ্ছি, কিন্তু এই সিদ্ধান্তটি আসছে আমার চিন্তন থেকে। কিন্তু এখানে প্রশ্ন হল চিন্তাটি আসছে কোথা থেকে বা এই চিন্তার উৎস কী? যদি আমি আত্মদর্শন করি তাহলে দেখবো – অজ্ঞানতার গভীর থেকে এই চিন্তা আসছে। যে চিন্তা আমি উৎপন্ন করছি না। সুতরাং বলা চলে আমার পছন্দটাই আমাকে কাজটি করাচ্ছে। তাই আমি কর্তা না।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে কোনো একটি পক্ষ নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা মুশকিল। তবুও অধ্যাপক অরিন্দম চক্রবর্তী একটা সিদ্ধান্তে আসার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেছেন স্বাধীন ইচ্ছার তিনটি স্তর আছে। যখন আমরা প্রশ্ন করি – আমাদের কি স্বাধীন ইচ্ছা আছে? প্রথম উত্তর হবে 'হ্যাঁ'। কারণ আমরা সাধারণভাবে মনে করি যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। দ্বিতীয় উত্তর 'না'। কারণ দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান, স্নায়ুবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা নেই। তৃতীয় উত্তর হবে 'হ্যাঁ'। জীবনমুক্তির দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন। এটি ব্রহ্মের স্তর। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, বাস্তবে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি আমাদের আছে, তা নিয়ে

কোনো সন্দেহ নেই। সামাজিকভাবেও স্বীকৃত যে, আমাদের স্বাধীন ইচ্ছা আছে। আবার আমরা এটাও জানি যে, চরম অর্থে স্বাধীন ইচ্ছা নেই, সবই ঈশ্বরের ইচ্ছা। এই দুটো ধারণাকে একত্রিত করে বলা যায় – আমাদের যে, স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি আছে তার দ্বারা সমস্ত কর্মকে প্রার্থনায় রূপান্তরিত করতে হবে। ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। আমরা আমাদের সব কাজই করবো, কিন্তু মানসিকভাবে আমরা আমাদের সব কাজ ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করবো। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রার্থনা হবে – হে ঈশ্বর তুমি আমাদের মধ্যে যে স্বাধীন ইচ্ছার অনুভূতি দিয়েছ, আমি তার অনুশীলন করি, কিন্তু আমি এটাও জানি যে, সমস্ত কর্ম ও চিন্তা তোমার।

গ্রন্থপঞ্জি:

1) শ্রীমদ্ভগদ্গীতা, অতুলচন্দ্র সেন (সম্পা.), কলকাতা, হরফ প্রকাশনী, ১৯৩৬ (আদিত), ১৯৭৫ (সংস্করণ)
2) Chakrabarty, Arindam "Why Pray to God who can Hear the Ant's Anklets?", *Sri Ramakrishna's Ideas and Our Times: A Retrospect on His 175th Birth Anniversary*, Roy Swarp, Jatisankar Chattopadhyay, Swami Shastrajnananda, Sandipan Sen(Editors), R. K. Mission Institute of Culture, Kolkata, 2013.
3) Chakrabarti, Arindam, "Free Will and Freedom of Indian Philosopies" *The Routledge Companion to Free Will,* Timpe K, Meghan Griffith, Neil Levy (eds.), Routledge, New York, 2017.
4) Harris, Sam, *Free Will*, Simon and Schuster, United States, 2012.
5) Libet, Benjamin, "Do We Have Free Will*?" Journal of Consciousness Studies*, 1999.
6) Maharaj, Ayon, "Hard Theological Determinism and the Illusion of Free Will: Sri Ramakrishna Meets Lords Kames, Saul Smilansky, and Derk Pereboom", *Journal of world Philosophies*, 2018.
7) Mele, R. Alfred, *Free: Why Science Hasn't Disproved Free Will,* Oxford University Press, New York, 2014
8) Pink, Thomas, *Free will: A Short Introduction,* Oxford University Press, 2004

Internet Resource:

1) https://youtu.be/IQ4nwTTmcgs?si=KQ4bo5FrsxAYiiDV
2) https://plato.stanford.edu/entries/freewill/